Sajib Paul
SACT
Department of History
Saltora Netaji Centenary college

গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তির কৃতিত্ব বিশ্লেষণ

APHST/101C/1C

History of ancient India

সূচনা

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 380 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। অনেকের মতে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত সম্রাট হন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রামগুপ্ত কে হত্যা করে মগদের সিংহাসন দখল করেন। যাই হোক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একাধারে সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যকে অটুট রেখেছিলেন এবং অন্যদিকে সুশাসনের মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

বিবাহ নীতি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণের পর নিজেও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মধ্য ভারতের নাগ বংশীয় রাজকন্যা কুবের নাগকে বিবাহ করেন। বাঁকা টক রাজা দ্বিতীয় রুদ্র সেনের সঙ্গে নিযোগ কন্যা প্রভাবতী গুপ্তকে বিবাহ দেন। এছাড়া কর্নাটকের কদম্ব বংশীয় রাজকন্যা সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দেন। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে এই বৈবাহিক সম্পর্কের নীতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল শকআক্রমণ প্রতিরোধ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার যে প্রাপ্ত সেই সময়কার মুদ্রা থেকে জানা যায়, পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র, মালব, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি অঞ্চলে শক-ক্ষত্রপদের শাসন ছিল। সম্ভবত ৩৮৮ থেকে ৪০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করেন। এই জয়লাভের ফলে গুজরাত, মালব ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। তেমনি উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদেরপরাজিত করে শকারী উপাধি গ্রহণ করেন।

বঙ্গদেশ বা ব্যাকটেরিয়া জয়

বহু ঐতিহাসিক মনে করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ এবং ব্যাকটেরিয়া রাজ্য জয় করেছিলেন। দিল্লির নিকটবর্তী মেহরৌলি গ্রামের একটি লৌহস্তম্ভে চন্দ্র রাজার উল্লেখ আছে যিনি বঙ্গ এর শত্রুদের পরাজিত করেন এবং সপ্তসিন্ধু পেরিয়ে বালিক রাজ্যকে পরাজিত করেন। ঐতিহাসিকরা চন্দ্র বলতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলেছেন। সম্ভবত তিনি সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীগুলোকে পরাজিত করেন।

দক্ষ প্রশাসক

সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। তার শাসনকালে দেশের মধ্যে শান্তি এবং আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পরিচয় মিলে রাজধানী পাটলিপুত্রের সচ্ছল জীবন, দানশীলতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ক তিনি তুলে ধরেছেন।

সাংস্কৃতিক কার্যাবলী

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। তিনি নিজে ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তার রাজসভায় নয় জন বিখ্যাত পণ্ডিত বা নবরত্নের সমাবেশ ঘটেছিল। এরা হলেন-কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, বেতাল ভট্ট, অমর সিংহ, ধন্বন্তরি, শঙ্কু প্রমুখ। এই নবরত্ন রা ছিলেন গুপ্ত যুগের গৌরব। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে, বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তাছাড়া তার আমলে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল।

ধর্মীয় নীতি

ধর্মের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি নিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। তিনি পরম ভাগবত উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের মানুষের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার হয়নি।

উপসংহার

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একদিকে যেমন বিশাল সাম্রাজ্য কে রক্ষা করেছিলেন তেমনি সাম্রাজ্যের বিস্তার, শাসনব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই ইতিহাসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

Thank you